আরজ আলী মাতুব্বর

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

ভিন্নমতে যে হারে (ছদ্দনামী ?) লেখকদের আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ শুরু হয়েছে তাতে মৌলিক বিষয়ে আত্মনিয়োগ করাই দুরূহ হয়ে উঠছে। এই ঝাপটাঝাপটির ভীরেও আমরা সত্যিকারের ভিন্নধর্মী কিছু লেখক পেয়েছি; এর মধ্যে সৈয়দ হাবিবুর রহমান অন্যতম। কামরান মির্জা, মোঃ আসগর প্রমুখ মুক্ত-মনা লেখকদের লেখার মাধ্যমে উনার বন্ধুমহল যেরকম প্রভাবান্বিত হয়েছে তা জেনে আমরা সত্যই আনন্দিত। আমাদের উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও যে সফল হচ্ছে এইটাই আমাদের বড় পাওয়া। সৈয়দ হাবিবকে ভিন্নমত ও মুক্তমনায় লেখা চালিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ রইল।

আরজ আলী মাতুব্বরকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে ভিন্নমতের পাতায়। আসলে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে মাহফুজের একটি উক্তিকে ('চাষা ভুষা') কেন্দ্র করে। স্বপন বিশ্বাস, আলমগীর, জাফর উল্লাহ এ নিয়ে কিছু লিখেছেন। আমি আসলে মাহফুজের উক্তিটি নিয়ে মোটেও বিচলিত হই নি। আরজ আলী তো আক্ষরিক অর্থেই চাষী ছিলেন। একেবারে মাটির কাছাকাছি মানুষ। তবে চাষী ছিলেন নাকি কি ছিলেন তা এখানে বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে উনি কি বলতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ ম্যাসেজ। যেহেতু চাষাভুষা, অতএব তার যুক্তি তে কান দেওয়ার দরকার নেই - এ ধরনের মনোভাব সত্যানুসন্ধানের পরিপন্থী। ডঃ জাফর যথার্থই বলেছেন, এটা ফ্যালাসি। এই ফ্যালাসির নাম : Circumstantial Ad Hominem

এই ফ্যালাসির গঠন সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাকঃ

1. Person A makes claim X.
2. Person B makes an attack on A's circumstances.
3. Therefore X is false.

Circumstantial ad Hominem একটি ফ্যালাসি কারণ উপরের উদাহরনে বি-বক্তা এ-বক্তার যুক্তি খন্ডন না করে তার পারিপার্শ্বিকতাকে আক্রমণ করছে। যেমন মাফুজ বলেছেন, 'আরজ আলী চাষাভুষা, অতএব....' এটা বুঝতে হবে যে, বক্তার পারিপাশ্বিকতার উপরে কিন্তু তার বক্তব্যের সত্য-মিথ্যা নির্ভর করে না। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিস্কার হবেঃ

> "Bill claims that 1+1=2. But he is a *Republican*, so his claim is false."

Circumstantial ad Hominem ফ্যালাসিটি আসলে Ad Hominem ফ্যালাসিরই একটি শাখা। আরো ভালো ভাবে বললেঃ

The reason why an Ad Hominem (of any kind) is a fallacy is that the character, circumstances, or actions of a person do not (in most cases) have a bearing on the truth or falsity of the claim being made (or the quality of the argument being made).

Example of Ad Hominem

> Bill: "I believe that abortion is morally wrong."
>
> Dave: "Of course you would say that, you're a priest."
>
> Bill: "What about the arguments I gave to support my position?"
>
> Dave: "Those don't count. Like I said, you're a priest, so you have to say that abortion is wrong. Further,

you are just a lackey to the Pope, so I can't believe what you say."

উপরের উদাহরনে Dave এর বক্তব্যে যুক্তিগত দুর্বলতাটুকু আশা করি পাঠকরা ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন।

আরজ আলী পেশায় চাষা হতে পারেন, কিন্তু দর্শনের জগতে তিনি আপন মহিমায় ভাস্বর। তাঁর 'সত্যের সন্ধান' বইটি ইংরেজীতেও অনূদিত হয়েছে। আর বইটি কিন্তু অনুবাদ করেছেন Professor M.Shamsuddoha, Prof. Zillur Rahaman Siddiqui, Shardar Fazlul Karim, A.T Mojumdar, Prof. S. Manzoorul Islam এর মতন দেশের সনামধন্য অধ্যাপকরাই। যুক্তিবাদের জগতে আরজ আলী আজ একটি আলোকবর্তিকা, ভবানীপ্রসাদ সাহুর ভাষায় 'কুসংসারের বিরুদ্ধে আপোষহীন এক চার্বাক যেন'। প্রখ্যাত লেখক হাসনাত আবদুল হাই তার 'একজন আরজ আলী' গ্রন্থে আরজ আলীকে গ্যালিলিওর সাথে তুলনা করেছেন। এমনকি পাঠকদের অনেকেই হয়ত জানেন না, The Iconoclast, New York, September 1982 সংখ্যায় আরজ আলী মাতুব্বরকে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আমাদের জন্য এ এক অসামান্য গর্বের বিষয়।

The following paragraph is taken from The First Book of Ethics, Algernon D. Black, Ethica Press, New York:

" A teacher was killed in the year 399 B.C. by the people of ancient city of Athens."

Why did they kill him?

- They killed him for a crime.

What was the crime?

- He was accused of corrupting the young people of the city.

How did he do so?

- He asked questions.

Why would that hurt anybody?

- By his questions he made them think.

What's wrong with that?

- He made them think about thinks they believed.

How could that do any harm?

- When people ask questions and think about things they believe, they may not believe the same after that.

And people of Athens killed him for doing that?

- Yes, they did.

Why did he make people think?

- Because he loved truth and he wanted to find truth.

Who was this teacher?

- He was a stonecutter. He earned his living by cutting marble for the buildings and statues of the city. But in his free time he was a teacher.

What was his name?

- His name was Socrates.

কি ছিল আরজ আলীর লেখায়? আসলে আজন্ম লালিত মানব মনের প্রশ্নগুলোকেই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করেছেন। তিনি নিজের হাতে কোন উপসংহার টানেননি, বরং প্রশ্নের মাধ্যমেই পাঠকদের ভাবতে শিখিয়েছেন। তাই আরজ আলী আমাদের চোখে একটি বিস্ময়, এক অজনা কৌতুহল। সারাদিন চাষাবাষের পর সারারাত ধরে চলত তার অবিরাম জ্ঞান চর্চা। কখনও সুদুর বরিশাল থেকে ঢাকায় চলে আসতেন জ্ঞানার্জনের স্পৃহায়, ঘুরতেন লাইব্রেরী থেকে লাইব্রেরীতে। তার জ্ঞান আর যুক্তির ধার মুগ্ধ করেছিল আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রঃ শামসুল হক, শফিকুর রহমান সহ বরেন্য বুদ্ধিজীবিদের। প্রঃ শামসুল হক সত্যের সন্ধান বইয়ের

ভুমিকায় লিখেছিলেন, তার সত্যের সন্ধানের পান্ডুলিপি প্রথমবার পড়বার পর তিনি সারা রাত ঘুমাতে পারেন নি... কুসংসারের ভুত তার মাথা থেকে নেমে গিয়েছিল সেই রাত্রিতেই। এমনি কত 'বুদ্ধিজীবি'র মাথা থেকে আত্মাহঙ্কারের ভুত নামিয়ে দিয়েছে এই সামান্য চাষাভুষার লেখা একটি বই তার হিসাব কে রাখে? যা হোক, আমি আরজ আলীর সত্যের সন্ধান বইয়ের দুটি নির্বাচিত অংশ (ইংরেজীতে) পাঠকদের সামনে তুলে ধরছিঃ

Is Allah just or merciful?

Other fields apart, it is impossible to bring justice and mercy together in the field of trial in a law-court. ***In order to show mercy to the offender, justice will have to be ignored and in order to uphold justice, mercy will have to be sacrificed.***

It is said that Allah is just and merciful. How is it possible? Is He just in one case and merciful in another?

Is God merciful?

'Mercy' / 'Kindness' is a noble quality. One who has this quality is called 'Kind'. Man can be kind but not merciful because however much he may have the quality he may never achieve fulfillment in it. But God is full of mercy for which reason He is called 'The Merciful'.

If someone gives food to a hungry man but robs a traveler of his belongings, saves a drawing man and kills another; or gives home to a homeless man and sets another's home in fire, can he be called merciful? The answer perhaps will be no. But in spite of similar activities God is entitled to the epithets of 'The most Merciful, the most Beneficent', let us now discuss the matter a bit.

In the animal world those who devour and those who are devoured are very much in existence. When a strong animal

feeds on a weak animal God is undoubtedly 'merciful' to the former. But is he merciful to the devoured animal as well? ***When a snake gets hold of a frog and swallows it slowly, He is certainly merciful to the snake. But is He not merciless towards the frog?*** On the other hand, if He shows mercy to the frog will not the snake die from hunger? Instead of making some animals food to some others couldn't God make lifeless materials like clay and metals fit to be clean? If he couldn't, how come earthworms feed on the soil?

If saving the life of creature is a merciful act and killing a creature is a merciless act, then in the matter of devouring and being devoured God is more merciless than merciful. ***However, none but He himself knows how many times more merciless than merciful He is. Who knows how many fishes, chickens, goats etc. He gets killed in order to save the life of one man?*** Who knows how many anchovies he gets killed to save the lives of halibut, a mackerel and a heron? Why has god so much mercy for the consumers of fish and meat? Why has he so little mercy for the weak, unfortunate, helpless victims? Don't they look upon Him as "The Merciful"? Has He no mercy for them?

It is said that man is God's choice creature. For this reason He is more kind to man than to any other creature. But why does his kindness vary from man to man? God has kindly given life to man and He has also given the feelings of hunger and thrust, happiness and sorrow, to all men in equal measure. ***Yet why isn't there equidistribution of God's kindness in respect of man's livelihood? Some people live in a magnificent palace while some other live under a tree. Some have four square meals a day, of choice dishes whereas others hanker after stale rice soaked in water with a sprinkling of salt and a burnt red pepper. Why is this so?*** There are those who make new records in athletic contests and win medals in wrestling and boxing, but there are also blind and cripple who, sitting on a pavement, are tramped on by others. Why is this partiality in the distribution of God's mercy? Furthermore, is there anything called destiny? If there is, why does nobody have the good fortune of enjoying permanent peace? Who controls man's destiny?

To save the life of someone is unquestionably an act of mercy but to kill someone is not a merciful act. On the contrary, it is a sign of being merciless. In the world, birth rate is more or less equal to death rate. Therefore, God is equally merciful and merciless in the matter of birth and death. In other words, the quantity of God's mercy in this respect is equal to the quantity of his merciless.

In the context of the above discussion some people may think that God is neither merciful nor merciless. He is an invisible, ineffable entity. ***If it were not so will He not be responsible for infant death and unnatural death as well as for natural disasters like tornado, flood, pestilence and earthquake which cause large scale loss of lives?***

Why is there fixed time for prayers?

It is found that in almost all religions there are certain fixed hours for certain prayers. But it is not understood why the Lord of the universe should withhold His acceptance if a person says his/her prayers before or after the fixed hours? Islam enjoins saying one's prayers five times a day at particular hours and there are certain hours when prayers are forbidden.

The diurnal motion of the earth causes difference in the local time of the countries situated in different longitudes as a result of which there is a prayer time at every moment of the day and night in some places or other. ***Yet it is forbidden to say one's prayers at sunrise, at 12 noon and at sunset. What is its significance? The sun rises at different hours at different places – earlier in eastern countries and later in the western countries. So when prayers are forbidden here it is not forbidden elsewhere at that particular moment. For instance, when the sun rises at Barishal, it is yet to rise in Calcutta and it had already risen in Chittagong a few minutes ago. Thus, when prayers are forbidden at Barishal, it is not forbidden in Calcutta or Chittagong.*** In that case, is there any sense in forbidding prayers at particular hours?

The same question applies to prescribed hours for prayers. Since every moment is a prayer time in some place or other what is the point in fixing certain hours for certain prayers?

There was a time when was supposed to be flat and stationary which would make the hour of clock at any given moment identical in all the countries or places of the world with no variation in local time. Probably this notion led to the prescribed prayer–schedule. But now it has been proved that the earth is a moving sphere. Let us now discuss the problems arising out of the erroneous notion.

Suppose after saying his afternoon prayer "Zohar" at half past one, a man started for Holly Mecca by plane from Chittagong flying at a speed of 3000 miles per hour. On reaching there he found that it was yet to be noon. Will he have to say the "Zohar" prayer once again when the appointed time for it comes?

If a plane flies west at a speed 1041.67 miles per hour, the sun will appear to be at rest as if it stood motionless at one place and the passengers will have no idea of the time of day – morning, noon or evening – by looking at the sun. In this circumstance, how will the passengers take care of their prayers and fasting?

It is only in the equatorial region of the earth that at certain times of the year the day and night are of equal or nearly equal duration. But the further north and south we travel from this region, the longer are the days or nights depending on the season of the year. In some countries near the arctic region days become so long in summer that soon after dusk the sun rises again with no night between evening and dawn. How will one say one's Esha prayer there?

In the arctic region about six months of continuous daytime is followed by a night lasting for six months. Since we get only one day and one night there it may be possible to say one's prayers five times a year but how can one fast there for thirty days from dawn to dusk?

আরজ আলী মাতুব্বর সম্বন্ধে আরো জানতে চাইলে মুক্ত-মনার র‍্যাশনালিস্ট কর্ণারে যাওয়া যেতে পারেঃ

http://www.mukto-mona.com/rationalism/index.htm

পাঠকদের সবার প্রতি শুভেচ্ছা রইল।

অভিজিৎ
Tuesday, October 07, 2003